Delhi Public School, Howrah

PA1 EXAMINATION (2024-2025)

Class- XII

Care must be taken not to write anything on the question paper. All the questions must be attempted in the correct sequence.

Subject:- BENGALI (105)

Time:-3 HOURS **F.M.-80**

SECTION – A (READING)

PART- A

1. **নিম্নলিখিত অনুচ্ছেদগুলি পড়ে প্রদত্ত প্রশ্নগুলির উত্তর লেখো :** 2×5=10

A.শম্ভু মিত্রর চলার পথ কখনওই মসৃণ ছিল না। বারে বারে দলেরই সদস্যদের বিশ্বাসঘাতকতা, অপমান, অসম্মান তাঁকে সহ্য করতে হয়েছে। তৃপ্তি মিত্রর সঙ্গে বিচ্ছেদ ও পুনর্মিলনের দিনগুলি তাঁকে যাপন করতে হয়েছে নীরবে। নিজের এই যাত্রাপথের কথা বলতে গিয়ে তিনি রসিকতা করে বলতেন, "একটা কেন্নো অন্ধের মতো কেবলই বাঁচবার চেষ্টা করছে, আর কেউ কাঠি দিয়ে তাকে নর্দমার মধ্যে ফেলে দিতে চাইছে। আবার সে শক্তি সংগ্রহ করে ওপরে উঠে আসছে। আবার কেউ তাকে ফেলে দিচ্ছে। এই রকম করেই তো বাঁচা।" এই রসিকতার মধ্যে কোথাও কি লুকিয়ে আছে অভিমানী, বেদনাতুর এক শিল্পী মন? তৃপ্তি মিত্রর পরিচালনায় 'ডাকঘর' (দ্বিতীয় বার) নাটকে অমলের ভূমিকায় অভিনয় করতে আসা চৈতি ঘোষাল নাটকের 'ফকির' রূপী শম্ভু মিত্রকে জেনেছিলেন শিশুমনের দৃষ্টি দিয়ে। "আমার মনে হত শম্ভু মিত্র ভীষণ অভিমানী, নরম মনের এক জন শিল্পী-মানুষ। প্রকৃত শিক্ষক। বিশ্বাস করতেন, ভাল কাজ করার জন্য আগে একজন ভালো মানুষ হওয়া দরকার। এই শিক্ষাই আমি পেয়েছিলাম বহুরূপীতে এসে।"

বহুরূপী দলটি চিরকাল একরকম থাকেনি। কালের নিয়মেই তার ভাঙন শুরু হয়েছিল। একে একে 'মহর্ষি', গঙ্গাপদ বসু প্রমুখ বহুরূপীর সদস্য ও স্বজনরা ইহলোক ছেড়ে চলে গিয়েছিলেন। অনেকে দল ছেড়েছিলেন। ১৯৭৮ সালের ১৬ জুন বহুরূপীর প্রযোজনায় 'পুতুলখেলা' নাটকে শম্ভু মিত্রকে শেষ বারের জন্য মঞ্চে দেখা গিয়েছিল। এরপর বহুরূপীর দফতরে আর তাঁকে দেখা যায়নি বলে জানিয়েছেন তাঁর জীবনপঞ্জি রচয়িতা প্রভাতকুমার দাস। যদিও তাঁকে ফিরিয়ে আনার চেষ্টা হয়েছিল অনেক পরে। বহুরূপী ছেড়ে গেলেও শম্ভু মিত্র কিন্তু নাটক থেকে দূরে যাননি। অন্য নাট্যগোষ্ঠীর প্রযোজনায় মঞ্চে এসেছেন কয়েকবার। ১৯৮০ সালের ১৮ নভেম্বর 'গ্যালিলি গ্যালিলিও' নাটকে নামভূমিকায় শেষ বারের মতো তিনি মঞ্চে এসেছিলেন।

১৯৭৮ সালের ১৫ অগস্ট অ্যাকাডেমিতে শম্ভু মিত্র পাঠ করেন 'চাঁদ বণিকের পালা'। নাটকটিকে অনেকেই তাঁর আত্মজীবনী বলে মনে করেন। এই নাটক পড়তে বসলে হয়তো তা সত্যি মনে হয়। শম্ভু মিত্রর মতো মহান এক শিল্পী তাঁর জীবনের ট্র্যাজেডিকে গেঁথে দেন মানুষের চিরন্তন সংগ্রাম ও এগিয়ে চলার ঐকান্তিকতার সঙ্গে। রবীন্দ্রনাথের মতোই তিনি মানুষের উপর বিশ্বাস হারাননি কখনও। যদিও তাঁর "নোঙর তো কেটে দেছে শিব।" তবু তিনি ডাক দেন, "প্রস্তুত সবাই? হৈ-ঈ-ঈ-য়াঃ। কতো বাঁও

জল দেখ। তল নাই? পাড়ি দেও, এ আন্ধারে চম্পক নগরী তবু পাড়ি দেয় শিবের সন্ধানে। পাড়ি দেও, পাড়ি দেও" সত্যের সন্ধানে শম্ভু মিত্র সারা জীবন পাড়ি দিয়েছিলেন, কারণ চাঁদের মতোই তাঁর চোখেও স্বপ্ন ছিল। আর নৌকার নাম ছিল 'বহুরূপী'।

I)বহুরূপী কী?

a) সুবোধ ঘোষের লেখা গল্প
b) একটি নৌকা
c) একটি নাট্যদল
d) তৃপ্তি মিত্রের বাড়ির নাম

II)মন্তব্য- শম্ভু মিত্রর চলার পথ কখনওই মসৃণ ছিল না।

কারণ ক- দলেরই সদস্যদের বিশ্বাসঘাতকতা, অপমান, অসম্মান তাঁকে সহ্য করতে হয়েছে। তৃপ্তি মিত্রর সঙ্গে বিচ্ছেদ ও পুনর্মিলনের দিনগুলি তাঁকে যাপন করতে হয়েছে নীরবে।

কারণ খ- ব্যক্তিগতভাবে তিনি একজন পরাজিত মানুষ, ফলে পারিবারিক অপমানের আঘাত সহ্য করতে হয়েছে বারে বারে।

a)কারণ ক ঠিক, কারণ খ ভুল
b)কারণ ক ও খ দুটিই ঠিক
c)কারণ ক ভুল, কারণ খ ঠিক
d)কারণ ক ও খ দুটিই ভুল

III)কোন নাটকে শেষবারের মতো শম্ভু মিত্রকে বহুরূপীর মঞ্চে দেখা গেছিল?

a)'ডাকঘর' (দ্বিতীয় বার) নাটকে অমলের ভূমিকায়
b) 'পুতুলখেলা' নাটকে
c)'গ্যালিলি গ্যালিলিও' নাটকে নামভূমিকায়
d) 'চাঁদ বণিকের পালা' নাটকে

IV)মন্তব্যঃ 'চাঁদ বণিকের পালা' নাটকটিকে অনেকেই শম্ভু মিত্রের জীবনী বলে মনে করেন।

কারণ ক)- শম্ভু মিত্র এই নাটকটি পাঠ করার সময় নিজে একথা ঘোষণা করেন।

কারণ খ) – এই নাটকের সাথে শম্ভু মিত্রের মতো শিল্পী তাঁর জীবনের ট্র্যাজেডিকে গেঁথে দেন মানুষের চিরন্তন সংগ্রাম ও এগিয়ে চলার ঐকান্তিকতার সঙ্গে।

a)কারণ ক ঠিক, কারণ খ ভুল
b)কারণ ক ও খ দুটিই ঠিক
c)কারণ ক ভুল, কারণ খ ঠিক
d)কারণ ক ও খ দুটিই ভুল

V)নৌকা শব্দটির একটি সমনাম হল-

a)বৈঠা
b)তরণী
c)জাহাজ
d)ভেলা

B. অমিয়মাধব রায় ছিলেন কন্ট্রাক্টর। কিছুদিন রূরকীতে ইঞ্জিনিয়ারিংও পড়েছিলেন। পড়তে পড়তেই তার বিবাহ হয়। বিবাহের সময় যে নগদ পাচ হাজার টাকা যৌতুক পাওয়া গিয়েছিল বিবাহে সেটা তার বাবা খরচ করেন নি, পুরোপুরি ছেলের হাতে দিয়েছিলেন ভবিষ্যতের সম্বল বলে। অমিয়মাধবের পড়াশোনা আর বেশিদূর এগোয়নি তার কারণ অবশ্যই নবোঢ়া পত্নীপ্রীতি নয় - প্রধান কারণ বাবার অকালমৃত্যু। সংসারের ভার ঘাড়ে এসে পড়েছিল। বাবা যা রেখে গিয়েছিলেন তাতে যে আর বছর দুই পড়ে পাশ করা চলত না তা নয়- সেকালে রূঢ়কী থেকে পাস করলে সরকারি চাকরিরও অভাব হত না কিন্তু অতদিন অপেক্ষা

করে অত কম আয়ের কথাটা ভাল লাগেনি অমিয়মাধবের। তিনি পৈতৃক অর্থ সংসারের জন্য রেখে যৌতুকের টাকাটা নিয়ে ব্যবসায়ে নেমে পড়েছিলেন এবং তার থেকে ক্রমাগত পরিশ্রম করে ত্রিশ বৎসরের ঠিক পাঁচশ গুণ মুনাফা আদায় করেছিলেন। টাকা রোজগার করতে নেমেছিলেন- কতকটা প্রয়োজনে, কতকটা কৃতিত্ব প্রমাণ করতে, কিন্তু টাকার নেশা তাকে পেয়ে বসে নি। কোথায় কখন থামতে হয় তা তিনি জানতেন। ঠিক পঞ্চান্ন বছর বয়সে থামলেন তিনি। বললেন, "আর না, এবার যা করেছি তা ভোগ করব। এর চেয়ে বেশি দেরি করলে সে সময়টুকু বয়ে যাবে।"

এরমধ্যে তার ছেলেরা মানুষ হয়ে গিয়েছিল। যার যা ইচ্ছে তাকে সেই পথেই যেতে দিয়েছিলেন অমিয়মাধব। বড় ছেলে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট, মেজো ছেলে উকিল, সেজোছেলে ব্যবসাদার, ছোটটি সদ্য সরকারি চাকরিতে ঢুকেছে। মেয়ে একটি, তার বিয়ে হয়েছে এক ডাক্তারের সঙ্গে। মিলিটারি ডাক্তার কিন্তু অবস্থা ভালো। সবাই সুখী। তাদের কথা ভাববার কোন দরকার ছিল না তার। তবে কোথায় তার শেষ আড্ডা গাড়বেন সেটা ভাবার প্রয়োজন ছিল। তার জীবনের বেশির ভাগই কেটেছে মধ্যভারতে। জব্বলপুর-ঝাঁসি- নাগপুর- এর মধ্যেই তার কাজকর্ম হয়েছে বেশিরভাগ। ছেলেরাও ছড়িয়ে আছে এই দিকে- ঝাঁসি, সাতনা, নাগপুর- এর মধ্যেই তার কাজকর্ম হয়েছে বেশিরভাগ। মেয়ে থাকে পুনায়। সুতরাং অনেক ভেবে তিনি এলাহাবাদেই বাড়ি তৈরি করিয়েছিলেন। জব্বলপুরে করবার জন্যেই সকলে বলেছিল কিন্তু তিনি রাজি হননি,বলেছিলেন,'না- চিরকালের কর্মক্ষেত্রে থাকলে বিশ্রাম হবে না। তাছাড়া অগঙ্গার দেশে মরতে চাই না। গঙ্গার কাছে থাকব।'

অমিয়মাধব চিরদিনই একরোখা তেজী মানুষ। ধর্মভীরু বলতে যা বোঝায় তেমন মিনমিনে স্বভাবের নয়। ধর্মের ধারণাটা ছিল আলাদা। বলতেন, 'মিথ্যে কথা বলেছি বৈকি, ঢের ঝুড়িঝুড়ি বলেছি। ব্যবসা করব আর মিথ্যে বলবো না তা কখনো হয়। তবে তাতে দোষ নেই। বিনা কারণে একটিও মিথ্যে কথা বলিনি, এটা গর্ব করে বলতে পারি। যেটা আপনাদের মধ্যে অনেকেরই বুকে হাত দিয়ে হলফ করে বলতে পারবেন না। অনেকেই অকারণে মিছে কথা বলেন- তা আমি জানি।

দানধ্যান ছিল- পরিমিত ও নিয়মিত। পূজা পার্বন স্ত্রী বা বৌমারা, যা করতেন তাতে কখনো বাধা দেননি। নিজের খুব উৎসাহ ছিল না। স্ত্রী উপবাস করতে বললে করতেন। বলতেন,' সহধর্মিনী - তার ধর্ম বিশ্বাসের আঘাত দেবো কেন?' নিজে দীক্ষা নেননি,স্ত্রীকে অনুমতি দিয়েছিলেন দীক্ষা নিতে। নিজে শুধু ত্রিসন্ধ্যা গায়ত্রী করতেন, পর্ব দিনে গঙ্গাস্নান করতেন এবং ভোরবেলা বিছানায় বসে কি জানি কি নাম বা মন্ত্র জপ করতেন। পরলোকের কাজ বলতে ঐটুকু।

I) নিম্নে প্রদত্ত কোন বিশেষণটি অমিয়মাধবের চরিত্র বর্ণনায় প্রযোজ্য নয়?

a) উদার মনোভাবাপন্ন b) ব্যবসায়িক দূরদৃষ্টি সম্পন্ন c) ধর্মভীরু d) একরোখা

II) জীবনের শেষ প্রান্তে এসে তিনি এলাহাবাদের স্থায়ীভাবে বসবাস করতে শুরু করলেন কেন?

a) গঙ্গা তীরবর্তী শহরে জীবনের শেষ দিনগুলি কাটানোর জন্য

b) ধার্মিক স্ত্রী এবং পুত্রবধূর কথা অমান্য করতে না পেরে

c) তিনি প্রতিদিন গঙ্গা স্নান করতেন বলে

d) তিনি অত্যন্ত ধর্মভীরু ছিলেন বলে

III) কোন বিবৃতিটি সঠিক?

a) পেশা নির্বাচনে ছেলেদের ওপর কখন নিজের মতামত চাপিয়ে দেননি।

b) তিনি ব্যবসায় শ্রী বৃদ্ধির আশায় এলাহাবাদে বসবাস শুরু করলেন।

c) পৈত্রিক অর্থ দিয়ে ব্যবসা করে অমিয়বাবু মুনাফা করতে পারেননি।

d) অমিয়মাধব মৃত্যুর দিন পর্যন্ত ব্যবসা চালিয়ে যেতে লাগলেন।

IV) নিম্নে প্রদত্ত বিবৃতিগুলি ঘটনাক্রম অনুযায়ী সাজালে সঠিক ক্রমটি হবে-

ক) অমিয়মাধব এলাহাবাদে বসে সমস্ত ব্যবসা গুটিয়ে নিলেন।

খ) অমিয়মাধব মধ্যপ্রদেশের বিভিন্ন শহরে তার ব্যবসা চালাতে লাগলেন।

গ) অমিয়মাধব রূঢ়কীতে ইঞ্জিনিয়ারিং পড়তেন।

ঘ) যৌতুকে পাওয়া টাকা দিয়ে ব্যবসা শুরু করলেন।

সঠিক উত্তর নির্বাচন কর-

a) (ক)-(গ)-(খ)-(ঘ)　　b) (ঘ)-(গ)-(খ)-(ক)

c) (খ)-(গ)-(ক)-(ঘ)　　d) (গ)-(ঘ)-(খ)-(ক)

V) "পর্বদিনে গঙ্গাস্নান করতেন আর ভোরবেলায় বিছানায় বসে কী জানি কী নাম বা মন্ত্র জপ করতেন।"- বাক্যটির সাধু ভাষায় সঠিক রূপ কোনটি?

a) পর্বদিনে গঙ্গাস্নান করতেন আর ভোরবেলায় বিছানায় বসে কী জানি কী নাম বা মন্ত্র জপ করিতেন।

b) পর্বদিনে গঙ্গাস্নান করিতেন আর ভোরবেলায় বিছানায় বসে কী জানি কী নাম বা মন্ত্র জপ করতেন।

c) পর্বদিনে গঙ্গাস্নান করিতেন আর ভোরবেলায় বিছানায় বসে কী জানি কী নাম বা মন্ত্র জপ করিতেন।

d) পর্বদিনে গঙ্গাস্নান করিতেন আর ভোরবেলায় বিছানায় বসিয়া কী জানি কী নাম বা মন্ত্র জপ করিতেন।

SECTION-B(GRAMMAR)

2. যেকোনো পাঁচটি বাগধারা বা প্রবাদের সঠিক উত্তর বেছে লেখ: 5×1=5

I. এলোমেলো বা বিশৃঙ্খল বোঝাতে নীচের কোন বাগধারাটি প্রয়োগ করা হবে?

a) অলীক কল্পনা　　b) গড্ডালিকা প্রবাহ

c) হ-য-ব-র-ল　　d) বজ্র আঁটুনি ফস্কা গেরো

II. নীচের কোন বাক্যটিতে 'গৌরচন্দ্রিকা' বাগধারাটির সঠিক প্রয়োগ হয়েছে?

a) আর গৌরচন্দ্রিকা না করে, তোমার আসল মতলবটি বলে ফেলো।

b) মথুরায় না গেলে গৌরচন্দ্রিকা দেখতে পাবে না।

c) গায়ের রং কালো হলেও মেয়েটির মুখটি গৌরচন্দ্রিকার মতো সুন্দর।

d) আমি গৌরচন্দ্রিকা নই যে তোমায় কথা মতো চলব।

III. 'অমাবস্যার চাঁদ' বাগধারাটির অর্থ কী?

a)অদৃশ্য বস্তু　　b) নানা গুণী ব্যক্তির সমাবেশ

c) দুর্লভ ব্যক্তি বা বস্তু d) প্রহসন

IV. "জলে বাস করে কুমিরের সাথে বিবাদ করা"- প্রবচনটি কোন বাক্যে সঠিক প্রয়োগ হয়েছে?

a) অফিসে বড়বাবুর মুখে মুখে তর্ক করা জলে বাস করে কুমিরের সাথে বিবাদ করার মতোই।
b) পরের জিনিস হারিয়ে অকারণে জলে বাস করে কুমিরের সাথে বিবাদ হল।
c) যেই আমরা হামলা করেছি অমনি সে জলে বাস করে কুমিরের সাথে বিবাদ করল মামলা জেতার জন্য।
d) ভাষা ভালোভাবে শিখতে হলে জলে বাস করে কুমিরের সাথে বিবাদ করতে হবে।

V. ঠুনকো বন্ধুত্ব স্বার্থের সামান্য আঘাতেই _____ মতো ভেঙে যায়।

a) সুখের পায়রার মতো b) শাঁখের করাতের c) ছাই চাপা আগুনের d) তাসের ঘরের

VI. 'চালাক বা যার অনেক বুদ্ধি আছে' বলতে কোন বাগধারাটি প্রয়োগ করা হবে?

a) অকালকুষ্মাণ্ড b) গভীর জলের মাছ c)রাঘব বোয়াল d) চাঁদের হাট

VII. বড়ো বড়ো চাকরিতে উঁচুতলার কিছু _____ লোক আছে, যাদের সাথে কেউ পেরে ওঠে না।

a)ইঁচড়ে পাকা b) অকালকুষ্মাণ্ড c) রাঘব বোয়াল d) মাটির মানুষ

SECTION-C (MAIN COURSE BOOK)

3. পাঠ্য নাটক থেকে প্রদত্ত প্রশ্নগুলির সঠিক উত্তরটি বেছে লেখো: (যে কোনো পাঁচটি) **(5×1=5)**

I. "থিয়েটারের দেয়ালে দেয়ালে অঙ্গারের গভীর কালো অক্ষরে লেখা, আমার জীবনের _____ বছর কালীনাথ।" – শূন্যস্থানে সঠিক শব্দ বসাও।

a) পঁয়তাল্লিশটা b) চৌদ্দটা c) চুয়ান্নটা d) ছাপ্পান্নটা

II. 'স্বর্গ, মর্ত্যে নেমে আসুক।'- কীভাবে স্বর্গ মর্ত্যে নেমে আসবে বলে সুজা মনে করেছেন?

a) পিয়ারাবানুর অপরূপ সংগীতের মূর্চ্ছনায়। b) পিয়ারাবানুর অপরূপ সংগীতে।
c)পিয়ারাবানুর মধুর হাসির মহিমায়। d) পিয়ারাবানুর সৌন্দর্যের বিচ্ছুরণে।

III. রজনীকান্ত 'আবোলতাবোল' সব পার্ট' করতে শুরু করেছিলেন –

a) প্রেমে ব্যর্থ হবার পর। b) অতিরিক্ত অর্থের আকাঙ্ক্ষায়।
C) জীবনের প্রতি বিতৃষ্ণায়। d) থিয়েটারের প্রতি বিরক্তির কারণে।

IV) "যা করেছি – ধর্মের জন্য" – আলোচ্যমান উক্তিটির মধ্যে দিয়ে বক্তার চরিত্রের যে দিকটি ফুটে উঠেছে –

a) সরলতার দিক b) কপটতার দিক c) স্বার্থপরতার দিক d) ধর্মীয় ভাবনার দিক

V) রজনীকান্তের চাকরি ছেড়ে দেওয়ার একমাত্র কারণ ছিল –

a) প্রেমিকার আবদার তাই। b) নাটক করে জীবন কাটাবেন তাই।
C) ব্যবসা করবেন তাই। d) চাকরি ভালো লাগতো না তাই।

VI) নাট্যাংশের শেষে 'Life's but a walking shadow' – উক্তিটির মধ্যে দিয়ে রজনীকান্ত বোঝাতে চেয়েছেন-

a) একজন অভিনেতা হিসাবে তাঁর জীবন এখন দর্শকদের হাতে।

b) একজন অভিনেতা হিসাবে তাঁর জীবন এখন দর্শকদের হাতের পুতুল।

c) একজন অভিনেতা হিসাবে তাঁর অভিনয় এখন কালীনাথের প্রশংসার উপর দাঁড়িয়ে।

d) একজন অভিনেতা হিসাবে তাঁর জীবন এখন চলমান ছায়ায় পরিণত।

4. পাঠ্য সহায়ক পাঠ থেকে প্রদত্ত প্রশ্নগুলির সঠিক উত্তরটি বেছে নিয়ে লেখ (যেকোনো পাঁচটি) **5×1=5**

I. সোমেশ্বরী নদীর স্রোতের প্রকৃতি কেমন?

a) কুমিরের দাঁতের মতো b) হাঙরের শিকার ধরার মতো

c) হাতির তাড়া করার মতো d) ডলফিনের সাঁতার কাটার মতো।

II. মন্তব্য- চটে যেয়ো না যেন।

কারণ ক)- বাঙাল শুনে চটে গেলে ও অঞ্চলের মানুষেরা সব লুট করে নেয়।

কারণ খ)- ও অঞ্চলে বাঙালিকে সবাই বাঙাল বলে।

a)কারণ ক ঠিক, কারণ খ ভুল b)কারণ ক ও খ দুটিই ঠিক

c)কারণ ক ভুল, কারণ খ ঠিক d)কারণ ক ও খ দুটিই ভুল

III. 'হাজং' কথার অর্থ হল-

a)চাষি b) পোকা c) উৎসব d) জাতি

IV. "সেখানে...আমরা লুকোচুরি খেলতাম"- কোথায় লুকোচুরি খেলার কথা বলা হয়েছে?

a)আলুর খেতে b) ভুট্টার খেতে c) সর্ষের খেতে d)ধানের খেতে

V. হাজংরা তামাককে টামাক বলে কেন?

a) তাদের ভাষায় তামাককে টামাক বলা হয় ।

b) তারা ইংরেজদের কাছ থেকে এই ভাষা রপ্ত করেছে।

c) তারা 'ত' কে 'ট' উচ্চারণ করে।

d) উপরের কোনটিই ঠিক নয়।

VI. পাহাড়ের নীচের বাসিন্দাদের কাজ হল-

a)পশু শিকার করা b) হালবলদ নিয়ে চাষ করা

C) মাছ ধরা d) গাঁতায় চাষ করা

VII. গারোরা মাচায় ঘর বাঁধে কেন?

a) আরামে থাকবে বলে b) বন্য জন্তু জানোয়ারদের ভয়ে

C) প্রচলিত রীতি অনুসারে d) যুদ্ধজয়ের জন্য

PART-B: DESCRIPTIVE TYPE QUESTION

SECTION-A (GRAMMAR-SUBJECTIVE)

5. ধ্বনিবিজ্ঞানের নিম্নলিখিত সূত্রগুলির যেকোনো দুটির দুটি উদাহরণসহ সংজ্ঞা লেখ। **(2+2)×2=8**

a) অপিনিহিতি অথবা অভিশ্রুতি

b) স্বরভক্তি অথবা স্বরসংগতি

SECTION-C (MAIN COURSE BOOK)

7. "অথচ নিখিল প্রশ্ন করলে সে জবাবে বলল অন্য কথা।" –সে জবাবে কোন্ কথা বলেছিল? (2)

8. "ওটা পাশবিক স্বার্থপরতা"–কার কোন কাজকে পাশবিক স্বার্থপরতার সাথে তুলনা করা হয়েছে? (2)

9. "এখন সেটা বন্ধ করে দিয়েছে।"–কে, কী বন্ধ করে দিয়েছে ? তার সে কাজ বন্ধ করার কারণ কী? (3)

অথবা

"তারপর মৃত্যুঞ্জয়ের গা থেকে ধূলিমলিন সিল্কের জামা অদৃশ্য হয়ে যায়।"- মৃত্যুঞ্জয়ের পোশাক ও চালচলনে কী পরিবর্তন হয়েছিল? পোশাক ও চালচলনের এই পরিবর্তনের মধ্যে দিয়ে তার মানসিকতার কোন্ দিক ফুটে উঠেছে?

10. "তা হোক্, আমায় কিছু একটা করতেই হবে। রাতে ঘুম হয় না, খেতে বসলে খেতে পারি না।" – কথাগুলি কে কাকে কখন বলেছিল? মানুষের জীবনযন্ত্রণার যে দিকগুলি লেখক আলোচ্য গল্পটি অবলম্বনে বলতে চেয়েছেন বলে তুমি মনে কর তা তোমার নিজের ভাষায় লেখ। (2+3=5)

11. **প্রসঙ্গ সহ ব্যাখ্যা লেখ:** (5)

রূপ-নারানের কূলে
জেগে উঠিলাম,
জানিলাম এ জগৎ
স্বপ্ন নয়।

অথবা

সত্য যে কঠিন
কঠিনেরে ভালবাসিলাম,
সে কখনো করে না বঞ্চনা।

12."চিনিলাম আপনারে"–কবি নিজেকে কীভাবে চিনলেন? এই চেনার ফলে তাঁর কী উপলব্ধি হয়েছিল? (2+1=3)

13. 'কিন্তু যা গেল, সে কি আর ফিরবে?'- রজনীকান্তের এই উক্তির তাৎপর্য কী? (3)

14. 'জানো কালীনাথ, পৃথিবীতে আমি একা।' – বক্তা তাঁর এই একাকীত্বের সাথে কার তুলনা করেছেন? বক্তা কেন নিজেকে একা ভাবছেন? (2+3

অথবা

'ঠিক পুরনো দিনের মতোই আছেন আপনি।' – কে কাকে বলেছে? বক্তার এ ধরণের কথা বলার কারণ কী?

15. 'কিন্তু হাতিবেগার আর চলল না'- কার লেখা কোন রচনার অংশ? হাতিবেগার আইন কী?

অথবা (2+3=5)

'কিন্তু মাঠ থেকে যা তোলে, তাঁর সবটা ঘরে থাকে না।'- মাঠ থেকে যা তোলে তার সবটা কেন ঘরে থাকত না? তাদের অশান্তির কারণ বর্ণনা কর।

16. রাবণের চিতা কী? 2

SECTION-D (CREATIVE WRITING)

17. তোমার মা একটি কেক তৈরি শেখানোর ক্লাস শুরু করবেন। এই বিষয়ে একটি বিজ্ঞাপন তৈরি কর। (৫০টি শব্দের মধ্যে) 12

অথবা

পাহাড়ি এলাকায় একটি হোটেলের বিজ্ঞাপন তৈরি কর। (৫০টি শব্দের মধ্যে)